



Edi-Blossom 2017





Edi-Blossom 2017





Edi-Blossom 2017





Amar dekha durga puja in Kolkata

Arushi Chandra

Durga puja is all about fun, meeting friends, wearing new clothes and a lot of food. Since I was a toddler to the age of 7 years, I used to visit Glasgow to see Durga puja just for a day. It was really hectic for me and my parents, we had to travel to Glasgow after school and work.

But now with the help of the local community, the Durga Puja is celebrated in Edinburgh as well.

Last year I witnessed the Puja in Kolkata (India). It is the biggest festival in West Bengal and people eagerly wait to celebrate it together with family and friends.

The Puja happens in my Granny's place, every year my Mom's uncle share the responsibility amongst themselves. Last year it was the responsibility of my Granny and Granddad.

Me and my cousin sister had already decided what to wear and when. I missed out on the bit of shopping as I reached on Sashti and the shopping was already done by my Granny! It was fun for the kids going to the Pujo badi wearing new clothes and jewellery. It was a bit busy for my parents as they had to prepare the Prasad and sit for the duration of the puja. In the evening all the extended family sat together and there would be some songs and dances and a lot of catch up since last year. My dad played dhak. I helped playing kasar. I liked the Ashtami puja where everybody helped preparing 108 lamps and after Pujo our Purohit distributed some batasha which was fun.

On Dashami after sindoor khela it was time to bid farewell to our beloved goddess Durga. We went to ganga by a lorry to immerse the Durga idol. That was fun too, chanting "Bolo bolo Durga Mai ki" and "Asche bochchor abar hobe".

One fascinating fact about the prediction of weather during Puja, it depends on the mode of transport of the Durga idol!! For e.g. if the goddess arrives on boat then it will rain. If she arrives by elephant that indicates prosperity and good harvest season and so on.

For the Durga puja in India we had all my cousins and the extended family. It took a long time to get everything planned. I had lots of fun at my first Durga puja and I hope to visit Kolkata again.

This time we will be celebrating Durga puja with my friends in Edinburgh and I am looking forward to it.





Edi-Blossom 2017

THE SECRET OF THE ABANDONED MONASTERY

Soham Sinha

John didn't know what to think. He was going to move to a new house to somewhere far away. His parents and he had lived here, in this old Victorian house for seven years straight and they thought it was time to move but little did they know that they were about to move into an abandoned monastery that once was the venue of the death of nine explorers who were going to prove that ghosts weren't real in the real world. No one knew what happened to them because they were found two weeks later, at the bottom of the lake obviously left to drown and die. After that, 3 of the nation's best and renowned detectives were on the case. The day after, they were all found bundled up and tied to a rope hanging from the ceiling, dead. From then on, it was abandoned and later reopened but no one has ever stepped on the house carpet since.

They zipped up their suitcases and loaded them into the ginormous boot of the Volvo V40 Cross Country and got inside. They were going from here, Vancouver all the way to San Francisco, it would take them over half a day to get there but John's parents didn't seem to have a problem with that. John did have a problem though, he was going to get bored to death, staying in a car and watching the 'scenic beauty', for 14 hours isn't an easy job for a twelve-year-old. He wanted to shout at his parents but it was no use they would just ignore him. A few hours later they had arrived and as expected, John wasn't impressed he had thought that it was a marble mansion with a grand garage and a huge garden. Without further ado, they took out the suitcases and walked into the house but to John, it wasn't very welcoming. Finally, he stepped onto the house carpet. The house was dusty and dirty, his parents told him to go in and explore the house until they bring out the suitcases. John walked round the staircase onto the living room, the wind whistled and fluttered through the carpet, he wanted to watch tv but unfortunately there wasn't one there so he just sat on the sofa. But before he could, something, a force, pulled him backwards and automatically sent a chill down his spine and gave him goose bumps. John turned around. Nothing. There was nothing. He ignored it though and decided to see his parents and walk out the living room but when he tried to do so the door slammed shut and a gust of wind came rushing at his way. Ok, now it was getting creepy he had to admit. There was a window which was closed. The window sills were dusty and the glass was broken and it looked as if someone threw a stone at it. Anyway, he was going to open it and get out and see his parents. He successfully opened it and it led him into the back yard which was small, even smaller than half his room. There was a gate at the far left-hand side which would probably





lead him to his parents. He ran but something very weird and unexpected happened, a hand reached up from the turf and grabbed his leg and it tripped him over making him land face first on to the grass. He cried for a few moments but got back up. Something smashed out the window, a rock. John decided that he had had enough of it. He was going to tell this 'thing' to stop. He went through the gate and suddenly it was dark. He couldn't see anything because surprisingly there were no streetlamps. Out of the darkness there was a hand it held a knife. John took a moment to take this in but he was too late because the movement of the hand went up and came rioting down, a scream and a splatter of blood and that was that.

A week later, there was a family found dead, their names were Julia Macdonald, Robert Macdonald and the boy, John Macdonald.

From then on it was closed but twenty years later the government chose to open it, again. A family of seven arrived at the monastery, the parents looked at it with wide eyes because this, monastery was going to be their new home.





Edi-Blossom 2017

বিসর্জন

দেবার্ঘ্য কুমার চক্রবর্তী

অণ্ডর কুছ হি দেৱ মে হাম কলকাতা মে উতরেঙ্গে - শুনেই আনন্দের এক অদ্ভুত অনুভূতি ছুঁয়ে গেল সমরেশকে। কত বছর হয়ে গেল সে বিদেশে আছে, তবু কলকাতা, তার নিজের শহরে বারবার ফেরার তাগিদ তার আর গেল না। আর পূজো হলে তো কোনো কথাই নেই - একেবারে পুরো ষোলো আনা।

প্লেনের জানলা দিয়ে বারবার তাকাচ্ছে সমরেশ। রাতের অন্ধকারে চাপা পড়ে গেছে এই শহরের বুকে জমে থাকা হাজারো ক্ষোভ। নানা রঙের মায়াবী আলোয় কলকাতা এখন তিলোত্তমা। প্লেনে বেশ ভালো ঘুম হয়েছে সমরেশের। নিজের মনে মনেই এই কদিনের একটা ছক কেটে ফেলল সে, - আজকে পাড়ার পূজোগুলো দেখে নেব। কালকে না হয় বাকি কলকাতা। গতকাল আর আজকের মধ্যে কিছু সময়ের পার্থক্য মাত্র। কিন্তু তার মধ্যে প্রেক্ষাপট বা চিত্রনাট্যের স্ক্রিপ্ট সবই অদলবদল।

গতকালের কথা মনে পড়তেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সমরেশ। সত্যিই বাঁচানো গেল না ছোট শিশুটাকে। কতই বা বয়স হবে - মাত্র ছয়। অনেক চেষ্টা করেছিল হাসপাতালে ওরা সবাই। সমরেশের কাছেই ছেলেটা এসেছিল পেশেন্ট হয়ে - এই দু-তিন মাস আগে। ক্যান্সারের লাস্ট স্টেজ। সেই সাথে বাবা-মার বিবাহবিচ্ছেদ, আবার তাদের অন্য জায়গায় বিয়ে - সব মিলিয়ে মানসিক অবসাদও বাসা বেঁধেছিল তার মধ্যে। এইসব ভাবতে ভাবতেই একটা ছোট ঝাঁকুনি দিয়ে প্লেন কলকাতার মাটি ছুঁয়ে ফেলেছে। তাড়াতাড়ি পা চালাল সমরেশ। বেরিয়েই প্রিপেড ট্যাক্সি ধরতে হবে। নয়তো লম্বা লাইনের ধাক্কা। আর এখন তো অনেকেই কলকাতা ফেরে। বিদেশীরাও আসে প্রচুর। রাস্তায় স্বাভাবিক ভাবেই ভীড়, মানুষে গাড়িতে রেষাৱেষি, কে নেবে কার জায়গা। ট্যাক্সি ছুটে চললো পূজোর কলকাতা ভেদ করে টালিগঞ্জ।

করুণাময়ী মোড় দিয়ে ডানদিকে ঘুরে সমরেশের ছিমছাম ফ্ল্যাট। তার এই ধামটি নিতান্তই নতুন - বছর খানেকের হবে। ঘড়িতে পাঁচটা বাজে। কলকাতায় হাতে মাত্র কটা দিন। ছ'টাতেই বেরোবে বলে ঠিক করল সমরেশ।

এদিকে বাড়িতে ঢোকার সাথে সাথে হাজারো নোটিফিকেশনে মোবাইল ভরে গেছে। তার মধ্যে কয়েকটা অফিসিয়াল ইমেইল আছে হাসপাতাল থেকে। সেগুলোর উত্তর দিতে দিতে ঘরটা একটু গুছিয়ে নিল সে। বন্ধুদের ফোন করে জেনে নিল সবাই প্যাণ্ডেলে আছে কিনা। তারপর নতুন পাঞ্জাবিটা গায়ে গলিয়ে বেরিয়ে





পড়ল সমরেশ। মাত্র কদিনের জন্য, সব সমস্যা, যুদ্ধ, গোলাগুলি ভুলে শহর সেজে উঠেছে আলোকমালায়। পাড়ার সেই পুরোনো প্যাভেলে ঢুকেই সামনে পেয়ে গেল সুদীপ আর সুব্রতকে।

- কীরে ভাই কেমন আছিস?
- ওই বেঁচে আছি। তোর হালচাল বল্। পুরো তো সাহেব!
- চল্ হাট্। কথা পরে হবে। চল বেরিয়ে পড়ি।
- হ্যাঁ, আবার লম্বা লাইনের তো চাপ আছে।

বেরিয়ে পড়লো তিনজনে। সেই স্কুল থেকে সহপাঠী। সুব্রত আর সমরেশ এক কলেজে পড়লেও সুদীপ আলাদা কলেজে। তবে কেয়ার অফ মুখপুস্তিকা - যোগাযোগ আছে ভালোই।

- তুই টিস্ত্ না ফোর্টিস্ট্ যাচ্ছিস বললি?
- ওই তেরো চোদোর মাঝামাঝি, ভোর বেলা ফ্লাইট, তেরোইধর
- ও, খেতে ডাকছিস্ কবে?
- তুই যেদিন বলবি, স্পনসর তো তুই।

হেসে উঠলো সবাই। এই খেতে চাওয়া আর খাওয়া ক্লাস ফোর থ্রি থেকে শুরু হয়েছে। আজ এত বড় হয়েছে সবাই। তাও এই প্রশ্নটা বদলায় নি। ভাই খাওয়াচ্ছিস্ কবে?"

ঠাকুর দেখে, ফুচকা -বিরিয়ানি স্বস্থানে চালান করে বাড়ি ফিরতে বাজল প্রায় রাত এগারোটা। ওরা ঠিক করেছে কালকে খাস কলকাতার ঠাকুর দেখে নেওয়া হবে। সেই পুরোনো বাগবাজার বা কলেজ স্ট্রিট ঠাকুর না দেখলে পুজো আর জমে না

তবে তার আগে সকালে সমরেশের বাজার যাওয়াটা মাস্ট্। বাড়িতে চাপাতার খালি কৌটোটাও আজ ওর দুরবস্থা দেখে মুখ টিপে হেসেছে।

পরদিন সকালেই থলে হাতে বাজারের পথে বেরিয়ে পড়ল সমরেশ। "হাট বসেছে শুক্রবারে, বক্সিংগে পদ্মাপারে" - এই হাট যদিও বসেছে পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথে করুণাময়ী বাজারে। মাছের দাম ফিবছরই উর্ধ্বমুখী। বাজার করে বেরোনোর পথে সমরেশ ভাবলো - একটা আনন্দবাজার নিয়ে নেই। আজকাল





অনলাইনে পত্রিকাটা পড়ে নিলেও হাতে নিয়ে এপাতা ওপাতা উল্টানোর মজাই আলাদা। তাছাড়া পুজোর প্রোগ্রামের লিস্ট তো পাওয়া যাবে।

বাড়ি এসে বাজারটা তুলে রেখে চায়ের কাপে একটা আয়েশের চুমুক দিয়ে সে চোখ রাখল খবরের কাগজে। দেখেই মনটা ছ্যাৎ রে উঠলো! কালো কালির মোটা হেডলাইন। সিরিয়ায় শিশু হাসপাতালের ওপর বোমাবর্ষণের ফলে মৃত্যু হয়েছে একষটি জন শিশুর। এই শিশুদের একজনও না জানে যুদ্ধের কারণ, না বোঝে আইডিওলজির কচকচানি। আর এই শিশুরা তো হাসপাতালে চিকিৎসাধীন! হাসপাতালে, যেখানে মানুষ জীবনের সাথে লড়ে, যেখানে মনুষ্যত্বই শুরু ও শেষ কথা, জাতি ধর্ম বর্ণের যুক্তি যেখানে অবাস্তব। পরপর শুয়ে থাকা শিশুগুলোর মুখের ছবি তাকে আবার মনে করালো গত পরশু হাসপাতালে মারা যাওয়া শিশুটির কথা। ডাক্তার হওয়ার পরও মৃত্যু সমরেশকে এখনও একই ভাবে নাড়া দেয়। এসব ভাবতে ভাবতে আর কাজের ফাঁকে সাড়ে দশটা কখন বেজে গেছে সে বুঝতেই পারেনি। বন্ধুরা অপেক্ষা করবে। তাই মুডটা বিগড়ে গেলেও বেরিয়ে পড়লো সমরেশ। পুজোর দিনে বন্ধুবান্ধব আর ভিড়ে ঠাসা রাস্তাঘাটই মন ভালো করার মোক্ষম দাওয়াই।

ক্লাবের সামনে বাঁদিকে ঘুরেই মিষ্টির দোকান। সেখানেই সুদীপ আর সুব্রতর দাঁড়ানোর কথা। পেয়েও গেল ওদের ওখানে। মেট্রোতেই যাওয়া হবে ঠিক হয়েছে। সুব্রত বলে উঠলো

- বিকেলে তোদের প্ল্যান কী?
- তেমন কিছুই নেই। কেন বল তো?
- তাহলে, প্যাভিলে কিছুক্ষন থেকে আমার বাড়ি চলে আয়। সারারাত বসে আড্ডা হবে।
- তোর নিশাচরের স্বভাবটা গেল না সুব্রত। ঠিক আছে চলে আসব।
- আজকের খবরের কাগজ দেখেছিস?
- হ্যাঁ, তেমন কিছু তো নেইই। কেন বলতো?
- আরে সিরিয়ার খবরটা আছে না! একষটিটা শিশুর.....
- ও হ্যাঁ হ্যাঁ, আরে সে তো হামেশাই লেগে আছে।
- দেশটাকে যুদ্ধ আর বোমা তাই ডুবে যাবে।





- শুনেছি ওদের যুদ্ধের পেছনে যারা আছে তারা নাকি রীতিমতো ভালোমাপের বিজ্ঞানী । ওদের ওখানে বোমা-টোমা তৈরির ল্যাব ও আছে ।

- কলকাতার মতোই ব্যাপার । বেশী বুদ্ধিজীবী একসাথে হলে এই হয় ।

সুদীপ আর সুব্রত হেসে উঠলো । সমরেশ একটু জোর করেই হাসল ।

মেট্রো এসে থামলো মহাত্মা গান্ধী রোড স্টেশনে । সেখান থেকে এবার তিন বন্ধুর হাঁটা শুরু । প্রথম টার্গেট বাগবাজার । প্রতি বছর সবাই একইরকম সাবেকী প্রতিমা দেখে যাচ্ছে, তবু মানুষের উদ্দীপনায় ভাঁটা পড়েনি একফোঁটাও । হঠাৎ পাশ থেকে কানে এলো

- কিছু দ্যান বাবু...

শুনে ঘুরে তাকিয়েছে সমরেশ, বেরিয়ে আসার পথে । এক মা কোলের শিশুকে নিয়ে শীর্ণ হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছে । সমরেশ সবে মাত্র মানিব্যাগ বের করে ১০ টাকা খুঁজছে, তখনি সুব্রত বলে উঠলো

- ওরে এত দয়া দেখালে পকেট তো ফাঁকা হয়ে যাবে ।

- মানে!! পুজোর দিন তো! এরা কি এমনি এমনি চায় রে?

- আরে ধুস, জ্ঞান না দিয়ে পা চালা । বেশি সন্ধ্যা হলে ভিড়ে ঠাকুর দেখা মাথায় উঠবে ।

দশ টাকার নোটটা হাতে ধরা, বাধ্য হয়েই বেরিয়ে এল সমরেশ । এদেশে জিনিসপত্রের দাম রোজ বাড়ে, নতুন ট্যাক্স বসে, মানুষের দাম বাড়ে না।

তারপর বেশ কিছুটা হেঁটে সবাই পৌঁছালো কলেজস্কোয়ারে । চন্দননগরের আলোকমালায় চারপাশ একেবারে স্বর্গ । আর স্বর্গাদপী গরিয়সী হিসাবে তো আলো করে আছেই বিশাল প্রতিমা।

এইভাবে মহম্মদ আলি পার্ক, শোভাবাজার রাজবাড়ি, আহেরিটোলা, বেনিয়াটোলা শেষ করে যখন সবাই সুব্রতর বাড়ি পৌঁছল, টিভিতে তখন রাত দশটার খবর । চাইনিজ আনাই ছিল । জমিয়ে ডিনার খেয়ে মাদুর নিয়ে সবাই উঠতে গেল ছাতে ।

এই একই ছাতে 'এক আকাশের নিচে ' তিন বন্ধু কত গল্প যে করেছে, আর্কটিক থেকে এন্টার্কটিক, টি.এম.সি. থেকে সি.পি.এম. প্রায় সবই ছুঁয়ে গেছে এই আড্ডা । তবু যেন ঠাকুমার ঝুলির মতন তা আর ফুরোতে চায় না ।





- সমরেশ, বিয়ে করছিস্ কবে ?
- ও তো মেমসাহেব বিয়ে করবে.....সুদীপের টিপ্পনী
- ফালতু কথা সব। তবে তোদের জন্য মেমসাহেব খুঁজে দিতে পারি।
- থাক্, আমার বাঙালীই ঠিক আছে ।
- বটে! কেউ জুটেছে মনে হচ্ছে...
- না জোটেনি, জুটে যাবে , চাপ নেই, আমি বলে কথা
- আচ্ছা! আর আমরা দুজন কী আঙুল চুষবো?

সবাই হেসে উঠলো। সাক্ষী থাকলো চাঁদ আর একদল ঝাঁঝিঁ পোকা।

সুদীপ বললো

- আচ্ছা তোদের ওই পুকুরে আর ভূত নেই তো?
- তুই এখনও ভয় পাস্ নাকি?
- আছে নাকি!! ভাই আমি কাটবো
- আরে না না

সুদীপ ভূতে বেশ ভয় পায় । সুব্রত ওকে আগে বলেছিল যে বাড়ির পাশের পুকুরে নাকি ভূত আছে । সেই থেকে সুদীপ একা ভুলেও ছাদে আসে না।

এইরকম হাজারো গল্প করতে করতে কখন যে সকাল হয়ে গেছে কেউ জানে না । সকালে প্রায় বারোটা অবধি ঘুমিয়ে দুপুরের লাঞ্চ খেয়ে সবাই চলে গেল। আজ বিজয়া দশমী । কিছু মিষ্টি টিষ্টি তো কিনতেই হবে। সন্ধ্যায় সবাই মিলে ক্লাবের ভাসানে গেল । বাজনা, উদ্দাম নাচ সব সেরে অনেক রাতে বাড়ি ফিরল সমরেশ।

পরদিন তেরো তারিখ । অনেক কাজ। গুছোতে হবে সুটকেসটা । পুজোর ফাঁকে প্রায় সময়ই হয় নি । সকালে একটু ফ্রেশ হওয়ার তাগিদে বেরিয়ে পড়ল সমরেশ মর্নিং ওয়াক করতে । দিনের এই সময়টাতে অনেক অদ্ভুত লোকজন দেখা যায়।কেউ শুধুই হাঁটে, কেউ হাজারো রকমভাবে ছোট, কেউ হাঁটার ফাঁকে ফাঁকে কসরৎ করে,





কেউ আবার তারই মধ্যে এ নাক থেকে ও নাকে আঙুল চালান করে প্রাণবায়ুকে সচল রাখার আশ্রয় চেষ্টা চালায়।

বড়দীঘির ধারে চায়ের দোকানে এসে বসল সমরেশ।

- এক কাপ চা আর দুটো বিস্কুট

- হ্যাঁ, দিচ্ছি বাবু, পাঁচ টাকা

একটা নয় দশ বছরের ছেলে চায়ের কাপ আর বিস্কুট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে - নোংরা জামা প্যান্ট, ঘাড়ের একটা গামছা।

- এই যে

সমরেশ চা-টা নিল

- তোমার নাম কী?

- কানাই

- কোন ক্লাসে পড়?

- আমি তো স্কুলে যাই না, দোকানে থাকি।

- সেকি!! পড়াশোনা করতে ইচ্ছা করে না?

ছেলেটা চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ। দোকানে কে যেন বলে উঠলো

- এই কানাই, চা দে, একটা চা

- বাবু আসছি, ডাকছে

ছেলেটা দোকানে চলে গেল। একটা নয় দশ বছরের ছেলে চা-এর দোকানে কাজ করে, আর আমরা স্কুল-কলেজের রচনায় শিশুশ্রমের নিয়ে যুক্তির ঝড় তুলি আর তারপরই বলে উঠি, "কানাই এক কাপ চা---"।





চা-টা নিয়ে সমরেশ একটু এগিয়ে গেলো দীঘি ধরে । এখানে পাড়ার অনেক প্রতিমাই ভাসান হয়েছে গতকাল । বাড়ির প্রতিমাগুলো কাছেপিঠের মধ্যে এই দীঘিতেই সাধারণত ডোবানো হয় ।

প্রচুর ফুল মালা, রংচটা প্রতিমার কাঠামো পড়ে আছে এখানে সেখানে । সামনে এক জায়গায় শাপলা ফুটে আছে একঝাঁক । সাদা শাপলায় ভরে গেছে দীঘির এই দিকটা । এগিয়ে গেল সমরেশ । শাপলার বনের মধ্যেই আটকে আছে প্রায় আটনটা প্রতিমা । রং চটে গেছে বেশ কয়েকটার । চিত হওয়া প্রতিমাগুলোর শরীরের বেশ কিছু অংশ চোখে পড়ে - সুডৌল নাক, অস্বহীন হাতের কটা আঙুল, জড়ির পাড় বসানো আঁচল ।

সাদা শাপলার চাদরে ঢাকা সারিসারি প্রতিমার কাঠামোগুলির দিকে তাকিয়ে সমরেশের মনে পড়ে গেল খবরের কাগজে দেখা সারিবদ্ধ সিরিয়ান শিশুগুলির মুখ । এত জাঁকজমকের পূজো, এত উদ্দীপনা, হাজার ব্যস্ততার পর যখন প্রতিমার বিসর্জন হয়, তখন প্রকৃতি কেমন তার কোমল ভালবাসার চাদরের আড়ালে তাকে সাদরে গ্রহণ করে । তেমনই কত আনন্দ,

ভালবাসার মধ্যে জন্ম হয় একটি শিশুর । কিন্তু সমাজ আর সভ্যতা তাকে এমন জায়গায় ঠেলে দেয় যে সেখানে সে পড়াশোনা ছেড়ে দোকানে চা বেচে, ভিখারী মায়ের কোলে নিষ্ফল কান্নায় পূজো মন্ডপ

ভরিয়ে তোলে, অসহায় বাবা-মা চোখের জলে তার ডেথ সার্টিফিকেটে সই করে । জীবনের মূল্য, সভ্যতার সংজ্ঞা সব যেন গুলিয়ে যাচ্ছে সমরেশের । টুকরো টুকরো ছবি একেকটা ভাসছে । কে যেন তার কানে কানে বলছে, "বাবার নাম" "মায়ের নাম" "আই অ্যাম সরি মিস্টার দাস" । ডুকরে কান্নার কিছু শব্দ । তারই ফাঁকে ফাঁকে দীঘির জলের মতই সর্বগ্রাসী নিস্তব্ধতা ।





Edi-Blossom 2017





THE DEATH SIGHT....

By Arnav Chakraborty

Humphrey was sitting on the couch, watching TV with Desmond and Raymond. It was the Liverpool FC VS Manchester United FC match and it was currently 1-1 in the 90th minute it was a PENALTY TO LIVERPOOL!!!!!!! Humphrey and Desmond were filled with joy as they were Liverpool fans. Firmino stepped up to take the penalty and.....

The TV went blank but how??? The TV remote was on the table. "What happened" asked Desmond. "He probably missed anyway so who cares" said Raymond. Humphrey tried to turn on his phone but it didn't work". "How is this happening".

They went to bed.

THE NEXT MORNING...

"I had the weirdest dream", Desmond said," It was about a ghost that killed me, Humphrey and Raymond. Raymond was scared. "What if it is true though". Me and Desmond knew he was talking nonsense. We had breakfast and then watched TV. They got bored so they went outside and played football. The two of them took shots into Humphrey since he was a goalkeeper. They were both strikers so obviously they would do some decent shots. After 1 hour of that they went back inside and played on Humphreys PS4. Sadly, Desmond and Raymond had to go home. He continued playing FIFA but suddenly he felt a huge gust of wind behind him, which was weird because his room windows were closed and his fan wasn't on. He continued to play FIFA and then the mysterious wind comes again! He felt a bit weird so he stopped and then his mum says he has to study which was annoying but at least that wind didn't come again.

The next day Humphrey had a football match against Dalkeith his team never win against them for some stupid reason. Luckily, they managed to get a 4-4 draw. Humphrey skilfully saved a penalty onto the post, he also ended up getting man of the match. After he got back from the match he turned on the news. It said on the bottom; BREAKING NEWS: MYSTERIOUS GHOST SPOTTED NEAR THE WOODS. "Oh well must be some rumour", said his mum.





The following day Desmond and Raymond went to Humphreys house for dinner. But then another ginormous gust of wind, they felt it too. "What was that", said Desmond." Not sure" Humphrey said. This time he went to get his mum but Humphrey couldn't find her, she didn't say she was going anywhere so he was confused so he sent Desmond to look everywhere then when he went into to the bathroom he shouted for Humphrey and Raymond. A tear drop came from Humphreys eye. They found his mum lying on the ground with blood everywhere. Soon Humphrey burst into tears. "I can't believe she's dead, " Humphrey cried. He then went to bed and Desmond went downstairs. He was going to tell Raymond what happened but then sees a blood trail leading right to Raymond's dead body! "Whyyyyyyyyy" Desmond screams. He told Humphrey what had happened. "How is this happening" Humphrey cried. "I'll tell you how", his mum said!!! "You're alive" but how. "Me and Raymond decided to play a prank on you since it was Halloween. Desmond and Humphrey didn't know it was Halloween. "But what about the blood" Humphrey said. The blood was ketchup.

It turns out everything was fine, but what was that shadow as big as a monster.....still no one knows, mystery!!!!





The Mysterious Time Machine

By Aryan Chakraborty

Jeffrey was 10 years old. He was an only child living in Glasgow, Scotland. He was playing FIFA 18 with his three friends Jake, Logan and Paul. They were playing 2v2 on FIFA. Jake and Paul were Chelsea while Logan and Jeffrey were Liverpool. Chelsea won 13-0 since Jake had competed in the FIFA Interactive World Cup. After their FIFA match Jake, Logan and Paul went home while Jeffrey was told to do his homework.

The next day, on the news it was announced that scientists were able to crack time travel and one person at random will be chosen and the winner would know if they get an email from the government. The person will also receive a staggering total of 1 billion pounds. Jeffrey couldn't believe it, after the announcement he called Logan as Jake and Paul weren't available and told him about the time machine and how much he wanted to win it. The next day was Jeffrey's birthday and when he checked his emails he got a surprise. The government asked him and 3 others to try out the time machine and everyone will receive one billion pounds each.

Jeffrey told Jake, Logan and Paul about it and they wanted to try it out. Everyone told their parents and since the cash amount for completing it was huge they all said yes. Everyone had cake and then Jeffrey, Jake, Logan and Paul set out for their expedition. When they got inside the time machine all of them were arguing about where in the past they should go to. Jeffrey wanted to go to the prehistoric dinosaur times, Paul wanted to go to the Roman times, Jake wanted to go to the Victorian era and Logan, who loved violence, wanted to go to world war 2 era. They all had a vote eliminating each suggestion and the winner was World War 2. They all wanted to see what it was like so they typed in 1941 and there they were Britain 1941. The middle of world War 2. It was broad daylight in WW2 Britain. They all remembered that when they were learning ww2 in school there was severe bombing in the night so that's why the buildings were reduced to rubble around them. In the night, the air raid sirens were making noise, the kids didn't have anywhere to go so they decided to hide behind a bush and luckily they survived the bombing.

The next day they wanted to go back home but the time machine wasn't working. They had to do something. Everything was destroyed so they had to use their minds. The best technology was in Nazi Germany but how are they going to get in there. The borders were closed and they will have to speak German and they would have to pretend to be German as well. They had to get into occupied





France and get a train to Germany. They would also have to get fake ids. Paul had a plan. He suggested to get a plane and fly it to Germany but how would they fly it and where would they find a plane. Jeffrey found a pilot and he was interested to help them get to Germany. The only problem now is they needed to be able to speak German. Luckily the pilot knew to speak German and he was interested to give them lessons but he charged a price. They had to use a different plan. Jake said that they could sneak on a bus to the south coast of England, get a boat to France and walk the distance to Germany and they could learn German on the way. So that's what they did, the next day they got a bus to the south coast and they spent at least a day on the channel and when they reached Nazi occupied France they seen the German everywhere but they were too tired to walk. They went into hiding for a night then they sneaked past the guards and entered Germany. They had to get into Berlin and while they were in Nazi Germany they couldn't speak any English. Luckily, they picked up some German and they also bought a Nazi flag with them. They walked to Berlin and they found a place to fix the time machine but the boys refused to say what it was.

After it was fixed they went behind the bushes and activated the time machine. They were back and since the days didn't count back in time it was still Jeffreys birthday. They told the government and they each got 1 billion pounds and their parents were looking to buy a mansion. They were going to be rich...





Edi-Blossom 2017

The Storyteller's Home

Subhadip Paul

I am a bright blue home-bird
Warbling in my comfy nest
Is my favourite pastime
But on certain empty days
I long to be really forfeited
But definitely not forever
Forever is too long & bitter
I can't digest a cynical wait
I'd rather be a bird forgotten
Atop a firm but crooked branch.

With mercury retrograde, its chaos
And total pandemonium in home
Still I long to be home, big time
And live with my Krishna mantras
Illogic, delusions and endless typos
I've had enough of mountebanks
Tell me what's right & what's not
I'm a words-nerd, slowly plying along
Through ether, syllables & vast lands
Hitting it hard at everything normative.





I'm at home with reframed metaphors
I'm in flight with every migratory bird
Bar-tailed godwits and soaring Griffon vultures
Travel-freak terns & Tundra red knots
Also find me in faces, not freaky emoticons
Black, brown, mulatto, white, no matter what
I'm at home in every clime & condition
I don't intend to weep by new riverbanks
If I can pick up pebbles by their shores
And tell my story, unfazed, unhindered.





My First Holiday

Anika De

Once when I was five and a half year old my parents told me I was going to India. I was super excited to be going to India because I hadn't about it was that I was born there. Now, however I know that most of my many, many relatives live there.

To get to India I took a plane, the first time I went to an airport I was one but this time I was five. Never in my life had I ever seen so many people and at that time it was pretty overwhelming. Staring at the strange ladies with the perfect hair and makeup wondering how long it took them to achieve that look (I didn't know they were air hostesses) basically everything was new. Eventually we found our gate and as quick as a flash we were boarding. Taking off was magical but as we flew higher and higher it got even better. Meanwhile, as I was trying to tell Mum and Dad about the view I realized that they had fallen asleep! No sooner than we had taken off we arrived in Calcutta. After we left the airport I noticed a huge difference in the temperature, in the airport there was air conditioning but outside it was so warm. The first thing we had to do was to hire a taxi to my Gran's house, then we had some food and we were off, "We better find our bus to the station," said Dad "We don't want to miss out train. Once we got on the train we got off about two or three stops after the one we were at, at last we had come to the Durga Puja the most famous Hindu festival in the land. Everything was so bright, colourful and grand, if you went you wouldn't want to leave.

Afterwards we got on the train again and this time we got off at Vizag. It was amazing, there was a beach and everything. Looking down from the cable cart was a really awesome feeling. We went to so many different places but sadly, in what seemed to be a matter of seconds we were going home.





Edi-Blossom 2017

করস্টোরফিন হিল

সম্রাট ধর

করস্টোরফিন নাম টা উচ্চারণ করা কষ্টকর হলেও জায়গাটা খাসা। কোনো এক কালে স্কটল্যান্ডের এক অখ্যাত গ্রাম ছিল, এখন এডিনবরা শহরেরই অন্তর্গত। আমি এখানেই থাকতাম। জায়গাটা নিরিবিলি, মনোরম, হলেও অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধার কোনো অভাব ছিল না। তা এই করস্টোরফিন ভিলেজ ছিল একটি ছোট পাহাড়ের কোলে, নাম করস্টোরফিন হিল। এই অঞ্চলের বাড়িগুলো সব ছোট ছোট কটেজ বা বাংলো সদৃশ, সামনে বাগান, ভারী সুন্দর। করস্টোরফিন হিলের উচ্চতা বেশি নয়, মেরেকেটে ৫০০/৬০০ ফুট হবে, তবে এই পাহাড় ন্যাড়া পাথুরে নয়, জঙ্গলাকীর্ণ। আর এই জঙ্গল অল্পবিস্তর ঘনই বলা চলে। করস্টোরফিন হিলের এই জঙ্গল কে করস্টোরফিন উডস ও বলা হতো। এই পাহাড়ের কোলেই রয়েছে এডিনবরা চিড়িয়াখানা। করস্টোরফিন হিলের মাথায় আছে করস্টোরফিন হিল টাওয়ার, যেখান থেকে শহরের অনেকটা ভারী সুন্দর দেখা যায়, দেখতে পাওয়া যায় দারুন সূর্যাস্ত। এই করস্টোরফিন হিলের এক গ্রীষ্মের সন্ধ্যার অভিজ্ঞতা নিয়েই গল্প। তবে এ গল্পের প্রধান চরিত্রটি আমি নই, আমার বন্ধু, কলিগ ও রুমমেটে সুমিত, আমি ছিলাম এ ঘটনার সাক্ষী।

স্কটল্যান্ড ঐতিহাসিক ভাবেই গা ছমছম করা এক দেশ। এডিনবরা শহরেও আছে হাজারো গল্প। সন্ধ্যার পরে শহরের প্রাণকেন্দ্র থেকে একটু বাইরের রাস্তাঘাটে নেমে আসে এক আশ্চর্য্য নির্জনতা। আবছা হলদেটে স্ট্রিট লাইটের আলো সেই নির্জনতা কে মাঝে মাঝেই এক আধো ভৌতিক পরিবেশে পরিণত করে। একদিন এই করস্টোরফিন হিল টাওয়ার এর খোঁজ আমিই দিয়েছিলাম সুমিতকে। সুমিত তখন নতুন নতুন একটা ভালো ডিএসএলআর ক্যামেরা কিনেছে, ঠিক হয়েছিল অফিস থেকে ফিরে একদিন দুজনে যাবো করস্টোরফিন হিলের চুড়ায়, সূর্যাস্তের প্রাকৃতিক শোভা কে ক্যামেরাবন্দী করা হবে।

একদিন অফিসে থেকে ফিরেছি দুজনেই, সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা হবে, এখানে বলে রাখা ভালো এডিনবরা তে গ্রীষ্মকালে অনেকক্ষন আলো থাকে, সূর্যাস্ত হতে হতে প্রায় রাত ৯টা সাড়ে ৯টা। সুমিত প্রস্তাব দিলো, আজ দিন টা ভালো, বৃষ্টিপাত নেই আজ যাওয়া যাক! কিন্তু আমি সেদিন একটু ক্লান্ত থাকায় ল্যাদ খাওয়াটাই শ্রেয় বলে ঠিক করলাম। অগত্যা সুমিত একাই বেরিয়ে পড়লো ওর ক্যামেরার ব্যাগটা নিয়ে। আমার কাছ থেকে জেনে নিলো যাওয়ার রাস্তাটা।

সুমিতের ফিরতে ফিরতে একটু রাত হলো, তা প্রায় সাড়ে ১০টা পৌনে ১১টা, তখন অন্ধকার সবে নেমেছে। রাতে ডিনার সেরে সুমিতের সাথে গল্প হচ্ছিলো, সুমিত করস্টোরফিন হিলের একটা বর্ণনা দিলো। আমার





বাতলানো রাস্তা মতো কিছু দূর গিয়ে আর কিছু পথ চলতি লোকজনকে জিজ্ঞেস করে সুমিত করস্টোরফিন হিল টাওয়ারে পৌঁছানোর একটা শর্টকাট রাস্তা আবিষ্কার করেছিল। আরো একটা রাস্তা ছিল যেটা বেশ ভালো এবং চওড়া কিন্তু সেটা অনেকটা দীর্ঘ। সুমিত যে রাস্তা টা ধরলো সেটা অত্যন্ত সরু, খাড়াই আর জঙ্গলে ভরা। লোকজনের হাঁটাচলার ছাপেই যে রাস্তাটা তৈরী হয়েছে, সেটা টের পাওয়া যাচ্ছিলো, দিনের আলো থাকলেও ঘন বন জঙ্গলে তা বিশেষ পৌঁচছে না। তা এহেন পথ দিয়ে বেশ খানিকটা হেঁটে সুমিত একটা ফাঁকা জায়গায় এসে হাজির হলো, জঙ্গল টা আর ওতো ঘন নেই, রাস্তাটা দু ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। খাড়াই পথ বেয়ে উঠে ক্লান্ত সুমিত দু মিনিট বিশ্রাম নিয়ে আবার এগোবে ঠিক করলো। তখনই একটা বাচ্চা ছেলে কে সুমিত দেখতে পেলো, যে পথে ও উঠেছে, তার উল্টো দিক দিয়ে হেঁটে আসছে, হাতে একটা মোবাইল ফোন, সেটাতেই খুটখুট করতে করতে হাঁটছে। ছেলেটার বয়স ৯/১০ বছরের বেশি হবে না, আর পাঁচটা স্কটিশ বাচ্চাদের মতোই সৌম্যকান্তি চেহারা, সোনালী চুল। সুমিত ওকেই জিজ্ঞেস করলো করস্টোরফিন হিল টাওয়ার যাওয়ার জন্য কোন রাস্তা টা ধরবে? ছেলেটা গম্ভীর ভাবে একটা রাস্তার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বললো, "গো স্ট্রেইট থ্রু দিশ ওয়ে"। সুমিত হাসিমুখে ধন্যবাদ জানালো, ছেলেটা সুমিতে কে পেরিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সময় সুমিত জিজ্ঞেস করলো, "হোয়াটস ইওর নেম? হোয়ের ডু ইউ স্টে?" বাচ্চা ছেলেটা সুমিতের দিকে না ফিরে উত্তর দিলো, "ক্রিস !! আই স্টে হোয়ার অনলি", সুমিত লক্ষ্য করলো ছেলেটার পরনে একটা ফুটবল জার্সি, পেছনে নম্বর ১০ আর নাম লেখা ফিয়ান (Fian). ছেলেটা নিমেষে উধাও হয়ে গেলো। সুমিত ওতটা গুরুত্ব না দিয়ে ছেলেটার দেখানো রাস্তা টা ধরলো, সানসেট এর আগে উঠতেই হবে, না হলে ভালো শট গুলো পাওয়া যাবে না, তারপর আবার নামাও আছে।

সুমিত নতুন উদ্যমে আবার হাঁটা শুরু করলো। 'ক্রিস' এর দেখানো পথে সুমিত মিনিট ১৫/২০ এর মধ্যেই গন্তব্যে পৌঁছে গেলো। পাহাড় চূড়ায় বেশ খানিকটা খোলা জায়গা, সেখানেই অনেকটা জায়গা জুড়ে লোহার গ্রিল দেয়া করস্টোরফিন হিল টাওয়ার। গোটা শহর টা ছবির মতো দেখাচ্ছে, এক পাশে উত্তর সাগর, আরেকপাশে জুড়ে উঁচুনিচু নাম না জানা কত পর্বতরাশি। গ্রীষ্মকালের এডিনবরার পরিবেশ মনোরম, সাথে মৃদুমন্দ বাতাস, পড়ন্ত বিকেলের নৈসর্গিক সৌন্দর্য যেন সুমিত কে এই রোজকার অফিস বাড়ির রুটিন থেকে একটা বড়োসড়ো সতেজতা ফিরিয়ে দিলো। কষ্ট করে পাহাড়ে ওঠা সার্থক, সুমিত সাধের নতুন ক্যামেরায় বেশ কিছু ভালো ছবি লেন্সবন্দী করে দেখলো ঘড়ির কাঁটা ৯টা ছুঁই ছুঁই, তাই ঠিক করলো এবার নেমে পড়াই শ্রেয়।

ক্যামেরা ব্যাগে গুছিয়ে নিয়ে, নামতে শুরু করলো, কিন্তু যে পথে উঠেছিল, সেই পথ টা যেন কিছুতেই অরে খুঁজে পেলো না, অগত্যা ধরলো সেই চওড়া রাস্তা টা, এই রাস্তাটা পরিষ্কার পিচ রাস্তা, বিশেষ গাছপালাও নেই, বোঝাই যাচ্ছে লোকজন দিব্বি পায়ে হেঁটে বা সাইকেল এ ওঠে এ রাস্তায়। বেশ কিছুক্ষন হাঁটার পরে, তা প্রায়





৪০ মিনিট পরে সুমিত পৌঁছলো সেই জায়গাটায় যেখানে 'ক্রিস' নামের জনৈক কিশোর তাকে রাস্তা বাতলেছিলো, থামলো খানিক, পৌনে ১০টা বাজে প্রায়, আলো একটু একটু করে কমছে।

সুমিত বাকিটা পথ হাঁটবে, এই ভেবে আবার শুরু করতে যাচ্ছে সহসা তার চোখে পড়লে হাত বিশেষ দূরে মাটিতে পরে আছে এক গোছা টাটকা লাল গোলাপ, একটু এগিয়ে ভালো করে দেখতেই গোলাপের আড়ালে চোখে পড়লো একটা ছোট কাঠের ক্রস। ছোট সমাধি একটা, পাশে একটা প্রস্তরফলক, তাতে লেখা, 'ইন লাভিং মেমরি অফ ক্রিস্টোফার ফিয়ান' - '১৯৯৫ - ২০০৪'. সুমিত এর কানে যেন প্রতিধ্বনিত হলো, 'ক্রিস', 'আই স্টে হেয়ার অনলি'.... জার্সি নম্বর ১০, 'ফিয়ান'

সুমিত সাত পাঁচ না ভেবে হাঁটায় মন দিলো, নেমে এসে বাস ধরে সোজা বাড়ি। রাতে খাওয়াদাওয়া হয়েগেছিলো, শুতে যাওয়ার আগের আড্ডায় সুমিত গল্প টা বললো, প্রতিদিনের অভ্যাস মতো বাইরে বেড়িয়েছি শোবার আগে একটা সিগারেট খাবো বলে, পাশের বাড়ির বাগানে একটা ছোটো শিয়াল দেখতে পেলাম, আগেও দেখেছি, প্রতিবারই ছুটে পালায়ে, আজ যেন চোখে চোখ রাখলো, জ্বলজ্বল করছিলো সবুজাভ চোখটা, রাত সাড়ে বারোটা, শুয়ে পড়াটাই শ্রেয় বলে ঘরে ঢুকে গেলাম।





Edi-Blossom 2017

The Festival Diaries

Abir Ghosh Biswas

It's the Festival!

It's that time of the year again! It's August in Edinburgh and the International Festival and Fringe are in full swing! It feels like an explosion of shows, dance, circus and theatre with people from all around the world who gather to share their stories and culture.

Every year my family makes a huge list of performances to attend. This year we started with the Edinburgh Royal Military Tattoo. I have never seen such a grand show! There were military bands, dancers, gunfights, fireworks; they even set a Viking Longship on fire in front of the Edinburgh Castle.



This year the theme for the Tattoo was celebration of seventy years of Indian Independence and I was so proud to see the performance in Edinburgh in front of a huge international audience.

Did you know that every show of the Tattoo has nearly 11,000 audience and a thousand performers from around the globe? There are twenty five shows each August and every show has been sold out for the last eighteen years. The Tattoo raises about a 100 million pounds every year and a large part of this supports our local Scottish Charities.

There were at least ten different circuses in the huge Circus Hub this year. We went to the ones from Columbia and Quebec. The Columbian one had such daring acts; there was a lady who was holding up a big burly man by her teeth! I wondered if Columbian toothpaste made teeth extra strong. I wanted to find out from the lady after the show but Mum did not let me!





We also visited the Lego artists who built the City of Edinburgh with a million Lego bricks during the four weeks of the Festival. My favourites were the ferris wheel and the helter skelter on Princes Street Gardens and the Forth Road bridge.

A large number of shows this year promoted international peace. I heard the most wonderful Sitar performance by Anouska Shankar. She presented her new album “Land of Gold” and it was dedicated to refugees and victims of war. I never thought I would enjoy the sitar when my Mum bought the tickets but I am so glad I went because the concert was brilliant!

And then in the BBC Tent I found out that the Edinburgh Festival and Fringe Society works closely with an organisation called Creative Carbon Scotland. They showed me how to be a responsible citizen during the festival and try to reduce carbon footprint by recycling rubbish, food packets and plastic bottles as well as using e-tickets and avoid printing vouchers.

My favourite shows are always the street performers on the Royal Mile and at the Meadows opposite my school. Every year there are so many new shows and some look ingequite dangerous! I always sit in the first row and sometimes I get called to help out the performers which is such fun! I wish I could travel like these performers; they tell such fantastic stories of their homes. This year I saw a fire-eater from Australia, a funny acrobat from America and a Chinese student who danced and painted pictures of Edinburgh at the same time.

I am very proud that I live in this ‘Little City’ which hosts this grand Festival every year. When I am older I will definitely work hard and participate in the Festival and help raise money for Scotland.





Edi-Blossom 2017

<SHIRONAAM>

শৌভিক দত্ত

তোমাকে সব বলা
তোমারি সাথে চলা,
তোমারি মাঝে জীবনের গান
তোমার মান ই আমার সম্মান।

কেটে যাবে মোর বাকি দিনগুলি
তোমার ছেলে হয়ে,
ভয়ের শেষে শক্তির বেশে
থেকো আমার হয়ে।

আগমনীর আগমনে
তুমি জীবন পরী,
সকল দুঃখ দূর কর মা
ভরো সুখে সবার বাড়ি।

বাঙালীয়ানার সবটা জুড়ে
তুমি বিরাজমান,
কবে আসবে তুমি এই আশাতে
আমাদের সব গান।

এসো আবার এসো বারবার
আমাদের মা হয়ে,
ঢাকের সাথে সিঁদুর খেলায়
আমি ধন্য বাঙালী হয়ে।





Edi-Blossom 2017

কুহুর ইচ্ছে

মৈত্রী রায়

ছোট্ট মেয়ে কুহুর খুব ইচ্ছে সে মা দুর্গার মতন সেজে গুজে স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। কত্তো লোক আসবে এই স্ট্যাচু দেখতে। এই তো আগের বারেই নির্মল ক্লাবের পুজোতে ঠেসাঠেসি ভিড় জীবন্ত দুর্গার শো দেখতে। তখন থেকেই কুহুর ইচ্ছে তাদের পাড়ার ক্লাবেও যদি এইরকম জীবন্ত দুর্গার থিম হতো, তাহলে বেশ হতো। নিদেন পক্ষে সরস্বতীর রোলটাও যদি জুটতো, তাহলেও সে দেখিয়ে দিতো তার কত্তো এলেম। কিন্তু মনের ইচ্ছে মনেই থাকে।

আজ মহালয়া। সারা বছরের মধ্যে আজকেই সে নিজে থেকে সকাল উঠে পড়ে এবং বাড়ির বাকিদের জাগিয়ে তোলে। দেবী দুর্গার অসুর বধের গল্প তার জানা, তবুও নতুন নতুন মোড়কে সাজানো, নতুন নতুন ভাবে পরিবেশনা কুহুর বেশ লাগে। এই নিয়ে স্কুলে বন্ধুদের সাথেও বেশ তর্ক বিতর্কও হয়, যে কোন টিভি চ্যানেলে কোন দুর্গার কাহিনী সবথেকে আনকোরা হয়েছে। আর তো মাত্র সাত দিন, মা দুর্গা মর্তের জন্য পারি দিলো বলে। এখন তার ক্লাসিকাল নাচের অনুষ্ঠানের রিহাসালও তুঙ্গে, তার সঙ্গে এবারেই প্রথম সে সোলো ড্যান্সের কম্পিটিশনে অংশ গ্রহণ করেছে। তাই নিয়ে বাড়িতে সবার খুব চিন্তা। একমাত্র কুহুই পুরো ব্যাপারটাকে এনজয় করছে মন প্রাণ দিয়ে।

শরতের আকাশে সাদা মেঘের আনাগোনা, শিউলি ফুলের সুবাস, বাজারে পদ্ম ও শালুকের ছড়াছড়ি, দূরে কাশফুলের বন যেন মাদুর্গার আগমনী সুর গাইছে। কিন্তু এই কিছুদিন যাবৎ পাড়ায় আবার নতুন রব উঠেছে ছেলেধরা নিয়ে, যদিও এখনো অন্ধি পাড়ায় কারুর কোনো বাচ্চা নিরুদ্দেশ হয়নি। শোনা যাচ্ছে ছেলেধরারা শহরের বিভিন্ন জায়গায় আগে ভাগেই আস্তানা গড়ে নিয়েছে, এখন শুধু ঝোপ বুঝে কোপ ফেলার অপেক্ষা। মেন্ টার্গেট এই দুর্গা পুজোর কটা দিন। যত বেশি কচিকাঁচা ছেলেমেয়ে তত তাদের পশার। তাই এখন পাশের বাড়ি যেতেও কুহুকে বড়দের লেজ ধরেতে হচ্ছে। মা, বাবার কড়া আজ্ঞা অমান্য করতে পারছে না ছোট্ট কুহু।





আজ দ্বিতীয়া। হটাৎই ভোর ছটার দিকে চিৎকার চোঁচামেচি তে সবার ঘুম ভেঙ্গে গেছে। চারদিকে হলুস্তল কান্ড, নাকি এই পাড়ায় এক রাজস্থানি বুড়ি ছেলে পাচার করছে। কালকে মাঝরাত থেকে অনেকবার বাচ্চার কান্নার আওয়াজ পাওয়া গেছে। স্থানীয় লোকজন ভোর রাতে থানায় খবর দিয়েছে। তাই সকাল সকাল বুড়ির বাড়িতে খানা তল্লাশি নিতে দারোগা বাবু হাজির সদলবলে। দেখতে দেখতে ভিড় জমে উঠেছে, আর পাঁচটা উৎসাহী লোকের সাথে কুছও পা বাড়িয়েছে বুড়ির বাড়ির দিকে।

বুড়ির বাড়ি বলতে এক কথাই বুপড়ি, তাতেই নানান রং বেরঙের কাপড়ের বোঁচকা বাধা। বুড়ির বক্তব্য সে সদুর রাজস্থান থেকে চুরি, মালা, ফিতে, কানের এবং বাহারি রাজস্থানি পুতুলের পাশার নিয়ে এসেছে। এদিকে দারোগা তো কিছুই শুনছে না, তার একটাই কথা "বল ছেলে কোথায় রেখেছিস?" "মেরেকো কুছ পাতা নেহি হজুর। হামলোগ তো আইস্যে ঘুম কে বিসনেস করতে হয়। আভি বেঙ্গল মে ফেস্টিভ টাইম তো কুছ কামানে কে লিয়ে ঠাইরে হয়।" দারোগা তো কোনো কথাই কানে না করে পুরো ঘর তল্লাশি শুরু করে দিয়েছে নির্মম ভাবে। কিছু এদিকে ছুড়ছে কিছু ওদিকে ফেলছে। বুড়ির সোনার সংসার একদম ভেঙে তছনছ। বুড়ি বারবার বাধা দিতে চাইলে তাকে দুজন মহিলা কনস্টেবল সঙ্গে সঙ্গে হাতকড়া পরিয়ে ঘরের এককোনে করে দিয়েছে। দারোগার চোখে ভৎসনার আগুন, এই বাচ্চা ছেলের জামা প্যান্ট এলো কথা থেকে। "হজুর ও আমার বেটার জামা, ও আপনা মামা কে সাথ কাল Jaisalmer গ্যায়ে হয় সামান লানে।" "এসব পেঁয়াজি তুমি অন্য জায়গায় দেবে বুড়ি, এভাবে অন্য স্টেটে বাচ্চা পাচার করছো রাতের অন্ধকারে। এখন চলো আমার সাথে থানায়। কিভাবে পেট থেকে কথা বের করতে হয় সে আমার জানা আছে। শ্রীঘই এ বাচ্চা পাচার চক্রের কিনারা আমি করেই ছাড়বো।"

রাজস্থানি বুড়ি যেতে সবাই যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো, যাক বাবা আমাদের পাড়ার আপদ বিদেয় হলো। এখন পুজোর কোটা দিন মাস্তিতেই কাটবে। শুধু কষ্ট পেলো ছোট কুছ। এই তো ক্লাস ফাইভে উঠলো, কিন্তু আজকের ঘটনা যেন তাকে বিজ্ঞদের মতন ভাবিয়ে তুলছে বারবার।

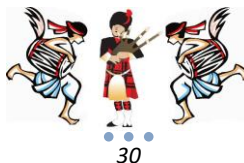




তাহলে এত যে পাকা মাথার লোক ছিল জটলায় তাদের কি সব বুদ্ধি লোপ পেলো, নাকি এ কুহুর নিছকই মনের কল্পনা। কুহু তো বাস্তবের মাটিতে পা দেয়নি এখনো সেইরকম ভাবে, তাই বুঝতে পারছে না হয়তো। এইসব ভাবতে ভাবতেই সেদিন স্কুল, রিহাসাল সব করলো। রাতে নিজের ডাইরিতে পুরো ঘটনাটি আগাপাস্তলা লিখে ফেললো। এখন তার একটাই কথা মাথায় ঘোরপাক খাচ্ছে তাহলে দারোগা কিছু কথার ভিত্তিতে একজন অসহায় বুড়িকে arrest করে নিয়ে গেলো। তবে পেপারে তো এইরকম প্রায়ই নিউস বেরোয় এবং আজকেও দিয়েছে পাশের খিরিদপুরে এক ছোট বাচ্চা নিরুদ্দেশ কাল সন্ধ্যা থেকে। এইসব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতেই কুহু কখন ঘুমিয়ে পড়ছে নিজেও জানে না।

আজ সকালে খবরের প্রথম পাতায় কালকের ঘটনা এবং তার সাথে বুড়ির ছবি ছাপা হয়েছে। খিরিদপুরের ছেলে নিরুদ্দেশের খবরের সাথে এ ঘটনার যোগ পাওয়া গেছে বলে পুলিশের ধারণা। তবে রিপোর্টে বুড়ির জবানবন্দির উল্লেখ নেই। খবরটা সারা পাড়ায় টি টি ফেলে দিয়েছে। কুহুর রিহাসাল এর মধ্যেও লোকজন তাড়িয়ে তাড়িয়ে গল্পটা শুনছে এবং পাড়ার দারোগার এইরকম মহান কীর্তির জন্য গর্ব বোধ করছে।

আজকে সপ্তমী, কাল দেবীর বোধন হয়ে গেছে। সকাল থেকেই কুহুর মনটা আনন্দে ভরপুর। অনেক ঝঙ্কির মধ্যেও যাহোক করে শেষ পর্যন্ত তো বাঁচানো গেছে ভিনদেশি বুড়িকে ও তার নাম থেকে মোছা গেছে নিছকই মিথ্যে অপবাদ। কুহুকে পাড়ার সবাই খুব বাহবা দিচ্ছে, কেউ কেউ অবশ্য বুড়ির খবরও নিচ্ছে। যেদিন পেপারে খবরটা আসে সেদিনই কুহু বুদ্ধি করে বুড়ির ভাঙা রুপড়ির পাশে একটা হেল্প লেখা প্লাকার রেখে দিয়ে আসে। তাতে বুড়ির পেপারের ছবি ও ঘটনার সাথে তার পরিচিত একটি NGO র ফোন নাম্বার। বলাই বাহুল্য এই NGO তে তাদের বাড়ির লোকের বিস্তর যাতায়াত আছে, তার দাদাইয়ের সুবাদে। তো কুহুর কাছে পুরো ঘটনাটা NGO ফোনে জেনে সাজেস্ট করে তাদের যোগাযোগের নাম্বার ও ঠিকানা লিখে রুপড়ির পাশে রেখে আসতে। ষষ্ঠীতে বুড়ির ছেলে ও ভাই ফিরে আসে আস্তানায়, কিন্তু শূন্য ভাঙা ঘর দেখে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ে। ভান্নিস প্লাকারটা তখনো অক্ষত ছিল এবং তাদের





চোখে পড়ে। সেখান থেকে NGO এবং তাদের সাথে মাকে জামিনে ছাড়াতে থানায় ছোট্ট ছেলে ও ভাই। থানায় প্রচুর বাক বিতন্ডার পরেও দারোগা কোনো কথা মানতে নারাজ। তখন লালবাজার পুলিশের শরণাপন্ন হতে হয়। সেখানে তাদের রাজস্থানের ভোটার কার্ড ও রেশন কার্ড দেখাতে অনেকটা বিশ্বাসের পাত্র হাওয়া যায়। লালবাজার থানার ওসি সুদূর রাজস্থানের কোনো এক গ্রামে ফোন করে ভিনদেশিদের identification ভেরিফাই করে। তারপরে হটাৎই থানায় বাচ্চার কান্নার তীক্ষ্ণ আওয়াজ গল্পের যবনিকা টানে। প্রথমার রাতে যে বাচ্চার আওয়াজ পাড়া পড়শী শুনেছে তা আসলে ছোট্ট বাচ্চার কান্নার মতন অবিকল মোবাইলের রিংটোন। তা থেকে যে এত্ত বিপত্তি ও একজনকে হাজত বাস পর্যন্ত করতে হবে তা আর কে জানতো। এইরকম অহেতুক যথাযোক্ত প্রমান ছাড়াই বুড়িকে গ্রেপ্তারের জন্য এই থানার দারোগাকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য সাসপেন্স করা হয়েছে। বুড়িকে সরকার ও NGO র পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করেছে।

আজ অষ্টমীতে প্রথম পাতায় পুরো ঘটনাটা গল্পের মতন বেরিয়েছে, যার রচয়িতা ছোট্ট কুহু আর কুহুর রসদ তার ডাইরি। আজকে সত্যিই মা দুর্গার ছবির পাশে ছোট্ট কুহুর ছবি ও লেখা জ্বলজ্বল করছে। এ যে এক অন্যরকম জীবন্ত স্ট্যাচু।





Edi-Blossom 2017





POST-NEWS NETWORK

The first Edinburgh Festival of Indian Films and Documentaries (EFIFD) came to a resounding close this week with yet another cinematic achievement from the movie industries of Eastern India. After taking Bengal audiences by storm, critic-turned-filmmaker, Pratim D Gupta's controversial New Age Bengali film, *Shaheb Bibi Golaam*, in its UK premiere too, ended up being the most discussed and debated film at EFIFD 2016. The film was part of the popular 'Weekend Premieres' section of the largest ever showcase of regional Indian language films and documentaries in Scotland. The festival's opening film, Nila Madhab Panda's *God's Own People*, incidentally was a documentary from Orissa, which too had wowed all by its epic span and moving insights into the elaborate rituals of Lord Jagannath's Nabakalebara in 2015.

Offering multiple modes to engage with Indian arts and culture, EFIFD had provided a stimulating platform for debates and discussions triggered by provocative, socially-relevant new and classic feature films and well-researched documentaries on diverse themes ranging from assimilation experiences of global Indian migrants, to the forgotten sacrifices of over 70,000 Indian soldiers in the First World War, along with insightful biographies on leading Indian New Wave Cinema directors like Mrinal Sen and Shyam Benegal.

Excited about his film's UK premiere, director Gupta said, "It is a moment of great pride and joy that our film *Shaheb Bibi Golaam* is playing at the first ever edition of the Edinburgh Festival of Indian Films and Documentaries. Under the wrapping of a riveting thriller, *Shaheb Bibi Golaam* talks about the sexual violence against women that has become rampant in recent years in India. Hopefully the

Regional Cinemas Rule!

audience will not only have a good time at the screening but also engage in a discussion about the independence and safety of India's daughters in the days to come." According to leading Scottish poet of Indian origin and director of the Scottish Centre of Tagore Studies, Bashabi Fraser, "*Shaheb Bibi Golaam* probes the disturbing reality of the insidious power of ruthless politicians, their unconscionable sons and the debate around rape, which cannot be put aside in India where women need to be able to walk free and the law needs to be the ordinary man's refuge." She added, "It was a very exciting week to have India sweep over us

like a wave of new awakening in a veritable feast of feature and documentary film—that the EFIFD Festival director Piyush Roy brought to our very doorstep in Edinburgh. The multiplicity of art forms and themes explored was riveting, with films featuring dhrupad, dance and folk music, and taking us on diasporic journeys with Indian communities in Africa and Ireland. It was a chance to meet directors and actors and hear the iconic Om Puri share his incisive comments with a captivated audience who were won over by his warmth and endearing



Leading female Dhrupad singer in the West, Marianne Svasek performs

humility. There were old favourites in the screenings too like Ardh Satya, which seems relevant now more than ever. The festival, co-sponsored by the Indian Consulate, has been both entertaining and thought provoking, and has once again shown how India remains part of the British consciousness today."

Celebrating Indian cinema's signature storytelling attribute—song-and-dance—EFIFD 2016, signed off with a closing night 'Double Bill of Musicals', featuring current international film festival favourite, Konkani film *Nachom-ia-Kumpasar* (Let's dance to the Rhythm) on the 1960s music scene in Goa, followed by the critically acclaimed Marathi biopic on India's first dancing star, Bhagwan Dada, aptly called *Ekk Albela*. Reacting to speculations on *Nachom-ia-Kumpasar* being inspired by the life and times of two of Goa's biggest music icons, Chris Perry and Lorna, its producer Angelo Braganza, who attended the festival with the film's second lead Shirley Coutinho from Goa,

said that the film should be seen as a tribute to the music of two of Goa's greatest singing icons rather than as any account of their personal life. *Nachom-ia-Kumpasar* had earlier picked up the Best Production Design Award at the 62nd Indian National Film Awards, for its 'convincing recreating of

audience still shy and pondering, EFIFD's closing film, *Ekk Albela*, celebrating the masti, magic and madness of India's Golden Era of Moviemaking, endeared all with multiple opportunities to sing-along to some of the most popular songs from

Bhagwan Dada's career like Shola jo bhadake and Bholi surat dil ke khote. According to the film's writer-director, Shekhar Sartandel, "In spite of being the world's largest film factory, Indian cinema was still in want of a biopic that adorned its illustrious masters. *Ekk Albela* is

the first of its kind picture that portrays the movie maverick by tracing his constant struggle, bringing forth his multiple contributions to our industry. It is our great honour that the film has been selected as closing film in EFIFD 2016."

Summing up the festival, its curator and director Piyush Roy, said, "It was a conscious decision at EFIFD to highlight the best in Indian cinema beyond Bollywood and introduce Western audiences to the good and quality work happening in India's regional and independent cinema spaces. These are no less than their Hindi language counterparts in ambition or artistic achievement. The universality of their appeal comes from the intensely local nature of their stories and the authenticity of representation in their telling."

In a city, Edinburgh, and a nation, UK, where Bollywood is both a welcome passion, and one of the most recognised introductions to India today, the first Edinburgh Festival of Indian Films and Documentaries indeed introduced many a local and NRI audiences to a world of Indian films beyond Bollywood. Over to EFIFD 2017!



Om Puri leading a panel discussion with film academics on Indian New Wave Cinema

Vidya Balan and Mangesh Desai in a screen shot from *Ekk Albela*



Edi-Blossom 2017

DHANIA MATAR PANEER PULAO

Samprakta Basu Dhar

Preparation Time: 10 mins | **Cooking Time:** 30 mins | **Total:** 40 mins | **Serves:** 2 people

INGREDIENTS:

- 1 cup Basmati Rice (240 ml cup used)
- 70-80 gms Paneer
- 1 cup Green Peas (Matar-frozen/fresh)
- Salt to taste
- Sugar to taste
- 1 tea spoon Cumin seeds (Zeera)
- 15-20gms/ handful of Coriander leaves (Fresh)
- 2-3 Green Chillies
- 2 tea spoon Curd
- 5-6pcs. Cashew nut (Kaju)
- 5-6pcs Walnut (Akhrot)
- 1-inch Cinnamon stick
- 2-3green cardamom
- 3 tea spoon white Oil/Ghee/Butter
- 2 cup of water

PREPARATION:

1. We need 3 tea spoon coriander paste. To make the paste we need 15-20gms fresh coriander, 2 tea spoon curd, 2-3 Green Chillies and pinch of salt to make the smooth paste but not thick. Divide it into two part one for marination and other for rice,
2. Cut paneer into cube and marinate it with aforesaid paste and keep it aside,
3. Chop the Cashew nut and walnut then fry and keep it aside for garnish,
4. Then fry marinated paneer lightly for max 2 mins and see that it should not turn brown. It should remain green. Again marinate the paneer with same paste with very thin layer and keep aside.
5. Now add 2 tea spoon oil/ghee/butter in a cooker/pan, heat and add cumin seeds. Sauté to allow them to crackle and add green peas for fry,
6. Now add washed rice, salt to taste and stir it for 5min,
7. Add coriander paste, pinch of sugar, 2-3green cardamom, 1-inch Cinnamon stick and 2cup water required for boil the rice, cover it for 10 mins max/1st whistle,
8. Add light fried paneer 5 mins before switch off the gas and garnish with fried cashew nut wall nut.

It is now ready and you can serve with Kashmiri aloor dum, Mutton korma, Chicken Korma, Prawn Malaikari or Fish Kalia.





Edi-Blossom 2017

DIM PATURI RECIPE

Ria Bag



Ingredients:

The following ingredients are required:

1. 5 hard-boiled eggs cut into two pieces.
2. 2 big onions thinly sliced.
3. 4 green chillies split into two.
4. Kalonji seeds
5. Salt to taste
6. Turmeric powder
7. Mustard powder
8. Poppy seeds paste





Method of Preparation:

For the gravy:

1. Take two and a half spoon full of mustard powder and make a paste of it by putting little water and keep it for 10 mins.
2. Take 50gm of poppy seeds and make a paste of it in the mixer.
3. In a large flat pan, put some oil.
4. When the pan is heated enough, put the kalonji seeds in the pan.
5. Then add thinly sliced onions to the pan. Add salt and turmeric powder and mix it.
6. Let it fry for 5 to 10 mins. Stir occasionally so that it does not stick to the bottom of the pan.
7. When the onions turn reddish brown, add the mustard powder paste to it and mix it.
8. After 2 more mins, add the poppy seeds paste and mix it well.
9. It will start to stick in the pan. Put little amount of water in succession to make the gravy consistent.
10. Let it stand for some on low flame.
11. Add the chopped coriander add mix it.
12. By now, the grave will be smooth.



Final Touch:

In a serving dish, place all the eggs cut into halves. Then pour the gravy on top of the eggs in a uniform manner. Place the green chillies on top of it in an orderly manner to decorate it and viola your Dim Paturi is ready.





Edi-Blossom 2017

Murgh Malai Tikka

Saoni Bir

Serves: 4 persons

Prep time: 2hrs

Total time: 2hrs 40 mins

Ingredients

Boneless chicken (preferably thigh pieces - medium size) | 500gms

Black Pepper (crushed) | to taste

Lime | 1 piece

Salt | to taste

Ginger paste | ¾ table spoon

Garlic Paste | ¾ table spoon

Single fresh cream | 100mg

Grated Mozzarella cheese | 1 packet

Corn flour | to taste

Yogurt | 100mg

Coriander | 1 packet

Directions

The most important part of this recipe is the preparation. This process involves a two stage marination.

Take the chicken pieces and marinate them with crushed black pepper, lime juice, salt & ginger garlic paste. Leave it for 30 minutes.





For the second stage, add yogurt, fresh cream, 1/4th packet of the grated mozzarella cheese & corn-flour. Give it a good mix and add some coriander to it. Leave it aside for at least 1.5 hours (more the better). Then take the skewers and insert the marinated chicken pieces (be mindful – do not over stuff else all the pieces will not be cooked properly). Pre heat the oven at 180 degrees for 5 minutes then put the skewers in and let it be cooked for 20 minutes, then change sides and cook for another 20 minutes. Take it out, the kebabs should have a slight brownish tinge on them but still have enough moisture in them. That's when you know it is ready to be served.



Stage 1 Marination



Stage 2 Marination





Edi-Blossom 2017

Rice Vermicelli with Veggies

Antara Halder

Ingredients-

- 1 packet rice vermicelli
- 1/2 cup peas
- 1/2 cup sweet corn
- small pieces of cauliflower
- carrot, potato and beans
- thin slices of onion and bell pepper
- salt
- sugar
- turmeric powder
- tomato ketchup
- raw green chilli
- pav bhaji masala
- coriander powder
- sabji masala



Direction- Boil the vermicelli with little bit salt and 4-5 drops of white oil. Boil for 5 to 7 mins. Do not over boil.

In a pan, heat white oil and fry cauliflower with salt and pinch of turmeric powder. Keep that aside and next you have to fry onion and bell pepper. Also fry potatoes and all veggies. Add salt little sugar coriander powder, sabji powder and pav bhaji masala, add raw chillies and fry well. Once completed add vermicelli on it and tomato keychup. Add salt if needed as per your taste.

Ready to serve now. Kids love this item very much.





Edi-Blossom 2017

Egg Devil (ডিমের চপ)

Priyanka Das



One of Bengalis' favorite snack is Egg Devil (ডিমের চপ). An evening without oil-fried snacks in our household feels sad. Especially when we are প্রবাসী (expatriate) and have no option to get the evening snack from a roadside snack stall. We have to go the kitchen and make it ourselves. A good example is dimer chop.

Ingredients:

- Hard-boiled eggs - 4 medium sized
- Raw Egg - 2 medium sized
- Boiled potatoes - 6-7 medium sized
- Onion - 1 medium, sliced
- Ginger-garlic paste - 2 tbsp
- Green Chilli - 2-3 chopped
- Coriander powder - 1 tbsp
- Garam masala - 1/4 tsp
- Turmeric powder - 1 tbsp
- Bread crumbs/oats
- Oil for deep-frying
- Salt - as per taste
- Sugar - as per taste (very little)





Process:

Potato mix:

Heat 2-3 teaspoon oil into a frying pan and add all the spices (Sliced onions, chopped green chillis, coriander powder, ginger garlic paste, garam masala, turmeric powder, salt, sugar) to it. Stir the mix until it turns into a lightly golden brown mix. Add the boiled potatoes to this spice mix and mix it well for 2-3 minutes. Turn off the heat.

Devils:

Wait for few minutes so that the potato mix is cold to handle. Cut the hardboiled eggs into two halves. Take one half and cover it with the potato mix so that it looks like an egg shape ball with the egg inside it. See the picture for reference.

Coating balls for frying:

Break the raw egg into a bowl and mix the yolk and white together. Take the breadcrumbs into another bowl. Dip each potato ball into the egg mix and then coat it with breadcrumbs.

Frying:

Put enough oil into a frying pan for deep-frying the devils. Wait until the oil is medium hot. Fry the potato balls until done medium (golden brown).

Serve hot with black salt and chopped raw onions.

